ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮০৬

আগরতলা, ১৭ মার্চ,২০১৮।

ব্যাঙ্কগুলিকে পেশাদারী মনোভাব নিয়ে রাজ্যের অগ্রগতিতে সামিল হতে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ব্যাঙ্কগুলিকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ প্রজ্ঞা ভবনে স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির ১২৪তম বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। এই বৈঠকে মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন, অর্থ সচিব এম নাগারাজু, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্যে ব্যাঙ্কগুলির মূলধন জমা এবং বিনিয়োগের হার ৪৬ শতাংশ। এই হার আরও বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা সবাই একটি সরকারি চাকরি চায়। তারা মনে করেন এটাই সব থেকে নিশ্চিত জীবিকা। সরকারী চাকরির পাশাপাশি তাদের স্ব-উদ্যোগে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার দিকেও মনোনিবেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তিনি ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের বলেন, তারা যেন শাখা ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেন ঋণ মঞ্জুর হওয়ার পর তা যেন দ্রুত ডিসবার্স করা হয়। তিনি বলেন, যে রাজ্যে ব্যাঙ্ক থেকে বেশি করে ঋণ নেওয়া হয় এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয় সেই রাজ্যের অর্থনীতি ততোই সুদৃঢ় হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা কৃষি প্রধান রাজ্য। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ৫০ হাজার হলেও ৩৪ হাজার ৯২৮ জনকে কে সি সি দেওয়া হয়েছে। কে সি সি দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা দ্রুত পূরণ করতে হবে। রাজ্যের চা বাগান, ইট ভাট্টাগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনার আওতায় আনা, বেকারদের স্ব-উদ্যোগী করতে, উৎসাহিত করতে ব্লকে ব্লকে প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা শিবির করার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ব্যাঙ্কগুলির প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন পেশাদারী মনোভাব নিয়ে রাজ্যের অগ্রগতিতে সামিল হন। উত্তর-পূর্বের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ইউ বি আই কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সরকারের মিলিত উদ্যোগ ত্রিপুরার উন্নয়নে নতুন দিশা দেখাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ব্যাঙ্কের উদ্যোগে রাজ্য সরকার তাদের সব ধরণের সহযোগিতা করবেন।

***২য় পাতায়

রাজ্যে এই মুহূর্তে ব্যাঙ্কগুলির সি ডি রেশিও ৪৬ শতাংশ। সহসাই এই হারকে আরও বাড়ানোর জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আজ সন্ধ্যায় এস এল বি সি-র ১২৪তম বৈঠকের পর ইউ বি আই-র এম ডি তথা সি ই ও পবন কুমার বাজাজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাজ্যে ব্যাঙ্কিং পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে তোলার উপর জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনার মতো প্রকল্পগুলি থেকে মানুষ যাতে আরও সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন সেজন্য এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানোর উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইউ বি আই-র সি ই ও জানান, মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় বেশি করে ঋণ দেওয়ার জন্য বলেছেন। শ্রী বাজাজ জানান, এ বছর এই প্রকল্পে রাজ্যে ৭৮০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৮৫০ কোটি টাকা। আগামী বছর ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা আরও বেশি ধরা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পবন কুমার বাজাজ ছাড়াও ইউ বি আই-র জি এম তথা এস এল বি সি-র আহ্বায়ক মানস ধর, ইউ বি আই-র ডি জি এম মহেন্দ্র দোহারে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, শ্রী বাজাজ হচ্ছেন এস এল বি সি ত্রিপুরার চেয়ারম্যান। তিনি আজ মহারাজগঞ্জ বাজারে এম বি বি ক্লাবের সামনে ইউ বি আই-র ই-জোনের উদ্বোধন করেন।

*****